বুধবার, ২৯ চৈত্র, ১৪২৩
বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ২৫৮

রদ হোক কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ড, পাক সিদ্ধান্ত এক গভীর ষড়যন্ত্রই

ভারতীয় নৌ-সেনার প্রাক্তন অফিসার কুলভূষণ সুধীর যাদবের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি সহ বালুচিস্তান ও করাচিতে নাশকতার অভিযোগ এনে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যেভাবে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে তা চরম অমানবিক এবং বিচারের নামে প্রহসন। পাক সেনাবাহিনীর ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল ভারতীয় নৌ- সেনার এই প্রাক্তন অফিসারের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছে তা ভিত্তিহীন, এটা পাক সেনার পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত। এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

ভারত অবশ্যই পাক সেনাবাহিনীর এই অমানবিক এবং একতরফা সিদ্ধান্তের দ্রুত ও কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল। শুধু তাই নয়, এই মৃত্যুদণ্ড রদ করতে হবে কোর্ট মার্শালকে। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানে এ ধরনের প্রহসন এই প্রথম নয়। এর আগেও সেনা আদালত অনেককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ফাঁসি হয়েছে জুলফিকার আলি ভুট্টোর। সুতরাং পাকিস্তানে এটা নতুন কিছু নয়। ভারতের সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছে যে পাক সামরিক আইনে কুলভূষণের প্রাণদণ্ড 'ক্যাঙ্গারু আদালতের বিচার'। পাকিস্তানের বোঝা উচিত এই ঘটনায় দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। তিক্ততা বাড়বে। এটা কখনই কাম্যি নয়।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হলো না বাবু! ''বিবেক বৈরাগ্যের ন্যায় আর জিনিস নাই।''

''সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক—তৃপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে—একটি ফুল দেখে হয়তো বল্লে, আহা! কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি!

''ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে, তখন বাপ মা দুজনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। ব্যাকুল হ'লে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি যে কালো জম্ম দিয়েছেন, সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা,—তাঁর উপর জোর খাটে। ''দাও পরিচয়। নয় গলায় ছুরি দিব!'

কিরূপে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন—''আমি মা বলে এইরূপে ডাকলাম— 'মা আনন্দময়ী!—দেখা দিতে যে হবে!'— ''আবার কখন বলতাম, - - - - - ওহে দীননাথ—জগন্নাথ—আমি ত জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন-----সাধনহীন, —ভক্তিহীন—আমি কিছুই জানি না—দয়া করে দেখা দিতে হবে।''

ঠাকুর অতি করুণ স্বরে সুর করিয়া, কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, শিখাইতেছেন। সেই করুণ স্বর শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে,—মহিমাচরণ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন।

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন— ''ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে?''

শিবপুর ভক্তগণ ও আমমোক্তরি (বকলমা—শ্রীমধু ডাক্তার

শিবপুর হইতে ভক্তেরা আসিলেন। তাহারা অত দূর হইতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সার সার গুটিকতক কথা তাঁহাদিগকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপুরের ভক্তদের প্রতি)—ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। বাবু আর বাগান। ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য।

(ক্রমশ)

দিনপঞ্জিকা

২৯ চৈত্র, ভাঃ ২২ চৈত্র, **১২ এপ্রিল**, ২৯ চ'ত, সংবৎ ১ বৈশাখ বদি, ১৯ রজব। সূর্য্যোদ্যে দি ৫।২৪, সূর্য্যাস্ত ৫।৫৩।

বুধবার, প্রতিপদ দিবা ঘ ১১।৪৪ মিঃ। স্বাতীনক্ষত্র অহোরাত্র। হর্ষণযোগ দিবা ঘ ৮।৮ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ১১।৪৪ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ১২।৩৫ গতে গরকরণ।

জন্মে—তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগন অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা।

মৃতে—দোষ নাই, দিবা ঘ ১১।৪৪ হতে একপাদদোষ।

যোগিনী—পূর্ব্বে, দিবা ঘ ১১।৪৪ গতে উত্তরে।

কালবেলাদি ঘ ৮।৩১ গতে ১০।৫ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।১২ মধ্যে।

কালরাত্রি ঘ ২।৩১ গতে৩।৫৮ মধ্যে।

যাত্রা—অধম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৮।৮ গতে যাত্রানাই।

শুভকর্ম্ম---দিবা ঘ ৮।৮ মধ্যে। নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধ্যানাস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কমপিউটারনির্ম্মাণ ও চালক।

বিবিধ---ত্রিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অপরাহ্ণ ও তৃতীয়া সপিণ্ডণ। দিবা ঘ ১।২৪ মধ্যে মাসগন্ধা দিবা ঘ ১।২৪ মধ্যে অনধ্যায়।

নীলপূজা ও নীলের উপবাস। শ্রীশ্রীদেবীর নীলযাত্রা।

জালিয়াওয়ালাবাগ দিবস (১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ খ্রীঃ)

মুসলিম পঞ্জিকা

২৯ চৈত্র, ভাঃ ২২ চৈত্র, **১২ এপ্রিল**, ১২ এপ্রিল, ১৪ রজত ২৯ চ'ত উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৫২, বুধবার, প্রতিপদ দি ঘ ১১।৪৩, সেহরী শেষ ৩।৫৮, ইফতার ৬।০০।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে

শক্তি, ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য দুই পক্ষেরই লক্ষ্য রামনবমী

আশিস বিশ্বাস

বিতর্কের অবকাশ থাকলেও বিজেপি আরএসএস পোষিত রামনবমী উদযাপন এই রাজ্যে জনপ্রিয় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে শাসকতৃণমূলকংগ্রেসের দিক থেকে কার্যত তেমন কোনও রাজনৈতিক জবাব মেলেনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি'র নিন্দা করে বাঁকুড়ার এক জনসভায় বলেছেন, সব ধর্মের প্রতি তাঁর সমান সমর্থন আছে। কিন্তু, যাঁরা তলোয়াল, ত্রিশূল এবং লাঠি নিয়ে মিছিল করালেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা সেখানে তিনি করেননি। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, কী করে রাস্তায় এমন সশস্ত্র মিছিল করা সম্ভব হল? এমন সংঠকদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন।

৫ এপ্রিল এমন মিছিল হয়েছিল। আর পরের দিন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সহ মিছিল সংগঠকদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। বিজেপি ও আরএসএস নেতাদের বিরুদ্ধে অনুমোদন ছাড়া বেআইনি অস্ত্রের প্রদর্শনী করার জন্য পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযোগ আনা হবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের দিল্লি সফরকে কেন্দ্র করে বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্র তথা বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিক থেকে বেশ চাপে আছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তিস্তার জলবণ্টন প্রসঙ্গে নিজ

অবস্থান ব্যাখ্যা করা নিয়ে তাঁকে কঠিন সময় পেরোতে হবে। এমতাবস্থায় এমন মনে করা হচ্ছে যে, এই প্রসঙ্গে তিনি যদি কঠিন অবস্থান নেন, তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে বদ্ধপরিকর মোদী দরকার মনে করলে বন্দ্যোপাধ্যায়কে দূরে সরিয়ে রেখেই ওই চুক্তি করতে পারেন। এই ব্যাপারে কোনওরকম সাংবিধানিক বাধা নেই। কিন্তু, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিয়ে চলবে, এটাই কাম্যিত।

এই পরিস্থিতিতে বন্দ্যোপাধ্যায় আশা করতে পারেন, ১. রাজ্যের জন্য কোনও আর্থিক ত্রাণ পাওয়া, ২. রাজ্যের নিজস্ব ঋণের পরিমাণ যেখানে প্রায় ৩,২০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে, সেখানে কেন্দ্রের থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া, ৩. সারদা চিটফান্ড এবং নারদা আর্থিক ঘুষ কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে কোনওরকম বোঝা পড়ায় আসা। এমন সব স্পর্শকাতর বিষয়ে দুই পক্ষ সঙ্গোপনে আলোচনা করবে। ফলে বন্দ্যোপাধ্যায় রামনবমী উপলক্ষে খুবকঠোর অবস্থান নেবেন না, এমন মনে করাই যায়।

পরে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার যে কথা তিনি বলেছেন, সেটাও সম্ভবত স্পর্শকাতর বিষয়টি সম্পর্কে বামেদের অবস্থান। মজার বিষয় হল, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামেরা একে অপরকে বিজেপি'র সঙ্গে গোপন সখ্যতা বজায় রাখার অভিযোগ আনে। যদিও প্রকাশ্যে তারা বিজেপি সম্পর্কে খঙ্গহস্ত।

বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এমন মানুষ রাজ্যে আছেন, যাঁরা দিনে সিপিএম আর রাতে বিজেপি। দুটোই জনবিরোধী দল। ডাঃ মিশ্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, বিজেপিযদি রামের পুজো করে থাকেন। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস তো হনুমানজির পুজো করেছে। এরপর আর কিছু বলার দরকার হয়? এদিকে তৃণমূলের জেলা স্তর ইউনিট ও সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, বিজেপি/আরএসএসের এমন উদ্যোগে তাঁরা বিভ্রান্ত। কারণ, বিজেপি ও আরএসএস সরাসরি এই উদ্যোগের পোষক হয়নি যারাদাবিকরছে। কিছুস্থানীয় সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে রামনবমী করছে। স্থানীয় মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাতে সমর্থন দিয়েছেন।

আসলে বিজেপি'র মতো তৃণমূলও জল মাপছে। একদিকে বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওরকম হাঙ্গামা যাতে না বাড়ে, তার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু দলীয় নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক স্তরে কোনও নির্দেশ দেননি। অন্যদিকেও বিষয়টি বেশ বিব্রাস্তিকর। তৃণমূল নেতা লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও তাঁর সমর্থকদের ওইদিনে বিজেপিপন্থী সমর্থকদের সঙ্গে মিলে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছে। পরে বলেছেন, শ্রীরাম বিশ্বজনীন। তাঁর নামে স্লোগান দেওয়ায় সমস্যা কোথায়? মেদিনীপুর অত্যন্ত পরিচিত তৃণমূল নেতাপ্রদীপ ঘোষ বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে এইইভাবে মিছিলে হেঁটেছেন। আসানসোলে টিএমসি মেয়রজীতেন্দ্র তেওয়ারি রোহোল হাতে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে পথ পরিক্রমা করেছেন। মানুষকে স্বাগত ও সম্মান জানাতেই তরোয়াল প্রদর্শন, এমনই ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এই অবস্থায় বিজেপি নেতারা বলছেন, দিলীপ ঘোষকে যদি শান্তি দেওয়া হয়, তাহলে ওই তৃণমূল নেতাদেরও শাস্তি হবে তো?

বীরভূমে তৃণমূলের অনুব্রত মণ্ডল বরং উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখিয়েছেন। হনুমান মন্দিরে তিনি তৃণমূলিদের জন্য বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর যুক্তি, ভগবান হনুমান সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। কেন তাঁকে সম্মান জানানো যাবে না? যদিও ২০১৬ সালে রাজ্যের কোথাও তৃণমূল পোষিত হনুমান পুজো হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন পরিস্থিতিতে বলেছেন, আমি সব পুজো করি। নামাজও। মানুষকে মেলাতে হবে, বিভেদদূরে সরিয়ে। কিন্তু, দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অবশেষে নিজেকে হিন্দু বলে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের উদ্যোগ সফল হওয়ার পর তিনি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াচ্ছেন। সেইসঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। সঙ্গে বলেছেন, তা করা হলে, তার ফল ভুগতে হবে। পুলিশ পড়েছে ফাঁপরে। রামনবমীর দিনই সাংবাদিকরা জানতে চেয়েছিলেন, অস্ত্র নিয়ে মিছিল করা বৈধ কি না? এক পুলিশকর্তা বলেছিলেন, সব দেখা হচ্ছে। বিষয়টি ধর্মীয় বলে আমরা তাতে নিজেদের জড়ায়নি। কিন্তু, কয়েক ঘন্টা পরেই তাঁদের গলার স্বর বদলে যায়। যখন মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা করেন। সারাংশে বলা যায়, তৃণমূল নিজেদের হিন্দুত্ব প্রমাণে বেকায়দায় পড়েছে। মুসলিম সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয় ভাবে মুসলিম টিএমসি নেতাদের দিক থেকে কোনও মন্তব্য সামনে আসেনি। বিশেষত ফিরহাদ হাকিম, জাভেদখান, আবুর রেজ্জাক মোল্লা বাইব্রিশ আলিদের দিক থেকে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

ভারতে নারীদের ক্ষমতায়ন

কমলা ভাসিন

আজকাল অধিকাংশ দেশ মনে করে পরিবার, সম্প্রদায়, তথা সার্বিকভাবে দেশের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য লিঙ্গ সমতা এবং নারীদের ক্ষমতায়ন আবশ্যক। বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে মহিলা ও কন্যাসন্তান। এরা মর্যাদা, স্বাধিকার, শান্তি না পেলে, কোনও দেশ, সমাজ ও পরিবার অগ্রসর এবং সুখী হতে পারে না।

শুধুমাত্র ভারত কেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই মহিলারা বৈষম্যের বলি। সব স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা বাদ পড়ছেন। কোণঠাসা ও ক্ষমতাহীন। সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার চল থাকাতেই তাদের এ হাল। এই ব্যবস্থায় ধরা হয় মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা উঁচু দরের। ভাবাদর্শ, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বিষয়-আশয়ের লাগামটা পুরুষের হাতেই বেশি থাকে। পুরুষ প্রধান সমাজে মহিলাদের উপর চলে জোরজুলুম হিংসা। এটা এই সমাজ ব্যবস্থারই এক অঙ্গ। জোর-জবরদস্তি বা বলাৎপ্রয়োগের হুমকি দিয়ে মেয়েদের দাবিয়ে রাখা হয়। রাষ্ট্রসংঘের কথায়, প্রতি তিন মহিলার মধ্যে একজনকে পড়তে হয় হিংসার মুখে। সোজাসাপটা কথায়, ১০০ কোটির বেশি মহিলা ও কন্যাসন্তানকে জোরজুলুমের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা বয়ে বেড়াতে হয়। বিশ্বজুড়ে চলছে সবচেয়ে বড় এই যুদ্ধ। যারপরনাই খেদের কথা, এর অধিকাংশটাই ঘটে পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে।

ভারতে সব শ্রেণি কাঠামোয় নারীর ঠাঁই তলানিতে।

নিজেদের মধ্যে হরেক ফারাক থাকায়, ভারতে মেয়েদের সম্পর্কে কোনও সাধারণ ধারণায় আসা সত্যিই কঠিন। শ্রেণি, জাতপাত, ধর্ম, গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন। তা সত্ত্বেও বলা যায়, অধিকাংশ মেয়ে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ও ধ্যানধারণার ভুক্তভোগী। লিঙ্গ অসমতা ও দমন-পীড়নের শিকার। সমাজ ও মানব উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে পুরুষের চেয়ে তারা পিছিয়ে। ছেলের তুলনায় মেয়ের অনুপাত ভারতে সবচেয়ে কম। পুরুষের চেয়ে আয়ুষ্কালও অল্প। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষাতে মেয়েরা ঢের পিছিয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ মেয়ের ছোটে কম দক্ষতা ও অল্প রোজগারের কাজকর্ম। বিষয়-সম্পত্তির মালিকানায় তাদের অধিকার নেই বললেই চলে। কিছু ক্ষেত্রে সেই অধিকার থাকলেও তা নামে মাত্র। আসল রাশ থাকে পুরুষের হাতে। দেশে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষহীন পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। সে ক্ষেত্রে মেয়েরাই হয়ে তো পরিবারের প্রধান। কিন্তু এ ধরনের পরিবারগুলি সচরাচর অতি দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত। রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মেয়েদের অংশভাগ অত্যন্ত কম। মহিলা সাংসদের সংখ্যা এযাবৎ কখনও ১০ শতাংশের গণ্ডি ছাড়ায়নি।

আইন ক্ষেত্রে শীষস্থানীয় পদে আসীন মহিলাদের দেখতে দুরবিন লাগে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনি ও রাজনৈতিক নিয়মবিধি তৈরিতে মেয়েদের বক্তব্য আমল পায় না তেমন একটা। এসব নিয়ম-কানুনই কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের বশে রাখে।

সর্বত্র না হলেও, ভারতের বহু জায়গায় ভয়ভীতি, দায়দায়িত্ব, বাধাবিঘ্নকে সঙ্গে করে সারাটা জীবন কাটাতে হয় মেয়েদের। বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হাওয়ার পাশাপশি ঘরকন্না, বাচ্চকাচ্চাদের দেখভাল ইত্যাদি দায়দায়িত্ব সহ বাড়ির বাইরের হরেক কাজের ঝক্কি-ঝামেলা তাদের সামালতে হয়। ভয়ভীতি, আশঙ্কা-উদ্বেগ মেয়েদের জীবনে নিত্যসঙ্গী। এই ভয়ের শুরু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই। কন্যাসন্তান জেনে মাতৃগর্ভেই ভ্রূণহত্যা--যতি পড়ে যায় জীবনে। জন্মের পরও থাকে বিষ খাইয়ে তথা স্রেফ অবহেলা করে মৃত্যুর মখে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কা। বেঁচে থাকলেও অযত্ন, অপুষ্টি, তথা চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। যৌন নির্যাতনও মেয়েদের তটস্থ করে রাখে। অশালীনভাবে গায়ে হাত দেওয়া থেকে শুরু করে ধর্ষণের ভয়।

কড়া আইন পাসের পরও নৃশংস গণধর্ষণের ঘটনা বেড়ে চলেছে। বিয়ের পর আছে, সঙ্গ না পাওয়া; বনিবনার অভাব, সামাজিক ও দৈহিক অত্যাচারের আতঙ্ক।

মহিলাদের জন্য কিছু সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে। সৌজন্যে নারী আন্দোলনের প্রবল চাপ এবং সরকার ও সুশীল সমাজ সংস্থার তৎপরতা। এর নজির---লিঙ্গ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে মেয়েদের যে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, সেই বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন মেনে নিয়েছেন সকলেই। মহিলাদের প্রতি জোরজবরদস্তি হচ্ছে মেনে নিয়ে তার নিন্দ; সিদ্ধান্ত নেবার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সামিল করার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা; নারীদের জন্য আইনি ব্যবস্থা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দেখা গেছে উন্নতি. *(ক্রমশ)*

সম্পাদক সমীপেষু

পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল আজও ইতিহাস বহন করে চলেছে

সেদিন শুধু মেদিনীপুর জেলা হিসাবে চিহ্নিত ছিল। বর্তমান এই জেলা ভাগ হয়েযাবার পর পূর্বমেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর হয়েছে। এই পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যেই রয়েছে মহিষাদল জায়গাটা। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই জায়গায় এসে বিপ্লবীরা আন্দোলন করে ফলস্বরূপ। জীবনের বলিদান ও দিয়ে গেছেন। তাদের সেই আত্মকাহিনি আজও মহিষাদলে লেখা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আশুতোষ কুইলা। যিনি ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরে। তিনি বিপ্লবী বাহিনী বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময়ে ১৯৪২ সালে মহিষাদল পুলিশ স্টেশন আক্রমণকালে পুলিশের গুলিতে মারা যান ইন্দুমতি ভট্টাচার্য। ১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তমলুকে। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯০০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদেন। ১৯৩২ সালে তমলুক গঠিত সমর পরিষদের তিনি ছিলেন তৃতীয় ডিরেক্টর। এই আন্দোলনে যোগদানের ফলে তার বাসগৃহ বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও জেলেও কাটাতেহয়। একসময় বঙ্গদেশপ্রেমিকের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিপ্লবী সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহিষাদল মাতৃ সদনের সঙ্গে আজীবন ঘণিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট ছিলেন। ১৯৯২ সালে তিনি এই সংসার ছেড়ে চিরতরে অমৃতলোকে পাড়ি দেন। ভোলানাথ মাইতি ১৯০১ সালে মেদিনী পুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিষাদল পুলিশ স্টেশন আক্রমণকালে পুলিশের গুলিতেমারা যায়। যোগেন্দ্র দাস ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরে ২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিষাদল থানা আক্রমণকালে পুলিশের গুলিতেমারা যায়। রাখালচন্দ্র সামন্ত ১৯১৪ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিষাদল থানাআক্রমণ করলে পুলিশের গুলিতে মারা যান। শশীভূষণ মান্না ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নিজেকে সামিল করেন। এবং মহিষাদল থানা আক্রমণ করেন। তখনই পুলিশের গুলিতে তিনি মারা যান। শ্রীহরিচরণ দাস ১৯১০ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করেন ও মহিষাদল থানা আক্রমণ করেছিলেন। তখনই পুলিশের গুলিতে তিনি মারা যান। এই পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যেই রয়েছে মহিষাদল জায়গাটা। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই জায়গায় এসে বিপ্লবীরা আন্দোলন করে ফলস্বরূপ। জীবনের বলিদান ও দিয়ে গেছেন। তাদের সেই আত্মকাহিনি আজও মহিষাদলে লেখা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আশুতোষ কুইলা। যিনি ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরে। তিনি বিপ্লবী বাহিনী বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময়ে ১৯৪২ সালে মহিষাদল পুলিশ স্টেশন আক্রমণকালে পুলিশের গুলিতে মারা যান ইন্দুমতি ভট্টাচার্য। ১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তমলুকে। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯০০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদেন। ১৯৩২ সালে তমলুক গঠিত সমর পরিষদের তিনি ছিলেন তৃতীয় ডিরেক্টর। এই আন্দোলনে যোগদানের ফলে। তার বাসগৃহ বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও জেলেও কাটাতেহয়। একসময় বঙ্গদেশপ্রেমিকের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিপ্লবী সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহিষাদল মাতৃ সদনের সঙ্গে আজীবন ঘণিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট ছিলেন। ১৯৯২ সালে তিনি এই সংসার ছেড়ে চিরতরে অমৃতলোকে পাড়ি দেন। ভোলানাথ মাইতি ১৯০১ সালে মেদিনী পুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিষাদল পুলিশ স্টেশন আক্রমণকালে পুলিশের গুলিতেমারা যায়। যোগেন্দ্র দাস ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরে ২৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিষাদল থানা আক্রমণকালে পুলিশের গুলিতেমারা যায়। রাখালচন্দ্র সামন্ত ১৯১৪ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিষাদল থানাআক্রমণ করলে পুলিশের গুলিতে মারা যান। শশীভূষণ মান্না ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নিজেকে সামিল করেন। এবং মহিষাদল থানা আক্রমণ করেন। তখনই পুলিশের গুলিতে তিনি মারা যান। শ্রীহরিচরণ দাস ১৯১০ সালে

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, কিচারধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়